অনিয়ম ও দুর্নীতির নাম এফডিসি

GLb eQ‡i GdwWwmi KwiMwi mn‡hvwMZvq kZvwaK Qwe ˆZwi nq| hv AZx‡Zi †h †Kv‡bv mg‡qi Zjbvq †ewk| Zvicil cwZôvbwU jvfRbK n‡q IVvi cwie‡Z wecj cwigv‡Y †jvKmvb w`‡q hv‡”Q| Gi GKgvÎ KviY GdwWwmi ckvm‡b Awbqg I `bxwZ| wc-wd‡j¥i UvKv e‡Kqv, †UÛviewR Ges `jxqKiY GLvbKvi wbqwgZ NUbv... *রিপোর্ট* **হাসান আজাদ**

দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। স্বাধীনতার পর সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেও বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার পেছনের কারণ হলো ব্যাপক অনিয়ম আর দুর্নীতি। আর এই অনিয়ম ও দুর্নীতির মূল হোতা এফডিসির বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াসীমুল বারী রাজীবসহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে তারা এফডিসি পরিচালনার জন্য গঠিত সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ডকেও পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। ফলে ওই ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আয়-রোজগার দিন দিন বেড়েই চলছে। অন্যদিকে দুর্নীতির কারণে চলতি অর্থবছরে (২০০৩-০৪) এফডিসি সরকারি ঋণের সুদ ও কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি দল বিএনপির অনুগামী সাংস্কৃতিক সংগঠন জাতীয়তাবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাসের সভাপতি ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ওয়াসীমুল বারী রাজীব ২০০২ সালের ১০ জানুয়ারি ২ বছরের জন্য এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান। তার নিয়োগের পেছনে সরকারি দলের রাজনৈতিক অভিপ্রায় জড়িত থাকলেও চলচ্চিত্রাঙ্গনের মানুষজন তাদেরই একজনের নিয়োগে আনন্দিত হয়েছিলেন। এমডি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের ৫/৬ মাস পর থেকে কতিপয় অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে ওয়াসীমুল বারী রাজীব যেসব স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন তার ফলে সেই আনন্দ অচিরেই বিষাদে পরিণত হয়েছে।

এফডিসির সূত্রে জানা গেছে, এমডি ওয়াসীমুল বারী রাজীব দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০২ সালের ১৯ জুন এফডিসির পরিচালনা পর্ষদের ২৪২তম সভায় অতীতের সব অনাদায়ী পাওনা এবং ছবি মুক্তির আগে এফডিসির পাওনা নগদে বুঝে নেয়ার বিদ্যমান নীতি কঠোর বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এমডি নিজেই সেই সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি

ওয়াসীমুল বারী রাজীব

ছবি মুক্তির আগে এফডিসির পাওনা নগদে বুঝে নেয়ার বিদ্যমান নীতি কঠোর বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এমডি নিজেই সেই সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মকে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন

দেখিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মকে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় এফডিসি প্রযোজকদের যে কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে থাকে তা থেকে প্রাপ্ত টাকাই এফডিসির আয়ের একমাত্র উৎস। বর্তমানে এফডিসির কারিগরি সহযোগিতায় বছরে প্রায় শতাধিক ছবি মুক্তি পায়, তা যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। আয়ের একমাত্র উৎস হওয়ায় এফডিসির সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ এ খাতে বকেয়া রেখে অথবা মেয়াদি চেকের বিনিময়ে ছবি মুক্তি দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। বিগত সরকারের আমলে এ পর্ষদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাকিতে কাঁচা ফিল্ম সরবরাহ করায় এফডিসির তৎকালীন এমডি জিয়াউদ্দিন আহমেদসহ আরো দু'জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে প্রায় অর্ধকোটি টাকার জন্য দায়ী করে অবিলম্বে টাকা পরিশোধের জন্য চিঠি দেন বর্তমান এমডি রাজীব। পাশাপাশি নীতিমালা লঙ্ঘন করে বাকির বিনিময়ে ৫ লাখ টাকার দুটি মেয়াদি চেক ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ওয়াসীমুল বারী রাজীবের নির্দেশে নায়করাজ রাজ্জাকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। কিন্তু একই কারণে প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং রাজীবের এহেন দুর্নীতির সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী তার দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাই জাহাঙ্গীর আলম। চলচ্চিত্রাঙ্গনে ওস্তাদ জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত এই ব্যক্তিটির প্রযোজনায় নির্মিত 'ওস্তাদের ওস্তাদ' ও 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন' নামে দুটি চলচ্চিত্র মুক্তির সময় রাজীব চেক গ্রহণের মাধ্যমে ৩০ লাখ টাকার বাকি দিয়েছেন। ৩০ লাখ টাকার চেক নগদ টাকা হয়ে ফেরত আসার আগেই ওস্তাদ জাহাঙ্গীর এককালীন নগদ ১ লাখ টাকা এবং ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার চেক জমা দিয়ে তার প্রযোজনায় নির্মিত 'ভয়ঙ্কর ডেঙ্গু'কে পি-ফিল্ম হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন। পাশাপাশি এমডির অনুমোদনক্রমে 'সাহসী সন্তান' নামে ছবি নির্মাণের অনুমতি দেন এবং আগের বকেয়া হিসাব থেকে ১৫ লাখ টাকা নতুন ছবির নামে স্থানান্তর হয়। শুধু তাই নয়, একটি চেক জমা নিতে নির্দেশ দেন, তার নম্বর-৩০০৯৩৫৮, ২৬ মার্চ, ২০০৩। সোনালী ব্যাংক, কাকরাইল শাখা। এই চেকটিও শেষ পর্যন্ত ক্যাশ হয়নি বলে সূত্রে জানা যায়। ওস্তাদ জাহাঙ্গীরের অপূর্ব চলচ্চিত্র, রঞ্জিতা ফিল্মস এবং জেএফজে নামের তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে এফডিসির পাওনা কোটির ঘর ছাড়িয়ে গেলেও টাকা আদায়ের কোনো উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে এফডিসির পরিচালনা পর্ষদের অনেকেই অবগত নয় বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে এফডিসির পাওনা ২ কোটি ৫ লাখ টাকা বকেয়া রেখে 'তছনছ', 'মায়ের সম্মান', 'কারাগার', 'এরই নাম প্রেম', 'ভাইয়া'সহ আরো কয়েকটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। এসব চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযোজকদের এ রকম বদান্যতা প্রদর্শন করে ওয়াসীমুল বারী রাজীব আর্থিক সুবিধা আদায় করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এফডিসির প্রাপ্য টাকা আদায় না করে আরো কয়েকটি ছবিকে পি-ফিল্মের সুবিধা দিয়েছেন। শেখ ইমন তাজ প্রযোজিত ও বদিউল আলম খোকন পরিচালিত 'বাস্তব' গত জানুয়ারি মাসে নগদ ১ লাখ টাকা এবং সিটি ব্যাংক, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ শাখা বরাবর ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার একটি চেক জমা দিয়ে পি-ফিল্ম হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। একইভাবে এসএম আতাউর রহমান প্রযোজিত 'টর্নেডো কামাল', কাজী হায়াত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'অন্ধকার', সরদার ইয়াসিন প্রযোজিত 'আনন্দ অভিসার' এবং হাবিবুর রহমান খান প্রযোজিত 'প্রতিজ্ঞা' কিছু নগদ এবং বকেয়া টাকার জন্য চেক জমা দিয়ে পি-ফিল্মের সুবিধা আদায় করেছেন। উল্লেখ্য, এফডিসির কারিগরি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য নির্মাতা নিজের কিংবা তার প্রতিষ্ঠানের নামে প্রথমে চলচ্চিত্রটিকে তালিকাভুক্ত করেন। তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে দুটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে। তার মধ্যে একটিকে সাধারণ চলচ্চিত্র (এফডিসিতে নরমাল ফিল্ম অর্থে এন ফিল্ম নামে পরিচিত) এবং অন্যটিকে অগ্রাধিকারভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রায়োরিটি ফিল্ম অর্থে পি-ফিল্ম নামে পরিচিত) বলা হয়। এন ফিল্মের জন্য নগদ এককালীন ১ লাখ টাকা জমা দিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। এফডিসি থেকে এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাতাকে কারিগরি সহায়তা দেয়া হলেও নির্মাতা অন্যান্য কাঁচামাল নগদ টাকায় কিনে নিতে বাধ্য থাকেন। পি-ফিল্মের জন্য নগদ এককালীন ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা জমা দিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। এফডিসি থেকে এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাতাকে কারিগরি সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি বাকিতে অন্যান্য নির্দিষ্ট কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পি-ফিল্মের সুবিধা গ্রহণকারী অনেক নির্মাতা কিছু টাকা নগদ পরিশোধ করে আর কিছু বাকি রেখে অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এফডিসি প্রশাসনের অনেকেই মনে করছেন, এমডি নিজের আর্থিক সুবিধার জন্য এ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করেছেন। ফলে এসব বকেয়া টাকা আর আদায় করা সম্ভব কি না এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

ওয়াসীমুল বারী রাজীবের নির্দেশে নায়করাজ রাজ্জাকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। কিন্তু একই কারণে প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং রাজীবের এহেন দুর্নীতির সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী তার দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাই জাহাঙ্গীর আলম

ইদানীং এফডিসিতে প্রবেশ করলে বোঝা যায়, এফডিসিতে বিগত সময়ের তুলনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ কমে গেছে। অশ্লীল ছবির নির্মাতারা এফডিসি কর্তৃপক্ষের বিশেষ আনুকূল্য পাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সুস্থধারার ছবি নির্মাণের অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় হলেও কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোনো চিন্তাভাবনা নেই। বরং নানা অজুহাতে উন্নয়নের নামে এফডিসির জমানো টাকা দেদারছে খরচ করতে কর্তৃপক্ষকে বেশি উদ্যোগী দেখা যায়। অভিযোগ রয়েছে খন্দকার ইন্টারন্যাশনাল। দিশারী ওয়ার্ল্ড ওয়াইডসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গ্রহণের মাধ্যমে এফডিসির এমডি ওয়াসীমুল বারী রাজীব নিজেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩৫ মিলিমিটার পজেটিভ ফিল্ম প্রসেসিং প্লান্ট ক্রয়ের টেন্ডারে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েও খন্দকার ইন্টারন্যাশনাল এমডির আনুকূল্যে কাজ পেয়েছেন। এই টেন্ডারের একটি বিচ্যুতির কারণে সাবেক তথ্য সচিব মির্জা তাসাদ্দুস হোসেন বেগ (বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত) বোর্ড সভায় ভিন্নমত পোষণ করায় রাজীব ক্রয় স্থগিত রাখেন। পরে নাজমুল আলম সিদ্দিকী নতুন তথ্য সচিব হয়ে আসার পর জনাব বেগের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সভাটিকে স্থগিত সভা হিসেবে দেখিয়ে খন্দকার ইন্টারন্যাশনালকে কাজ পাইয়ে দেন। এই খন্দকার ইন্টারন্যাশনাল ও দিশারী ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সঙ্গে রাজীবের এমনই সখ্য যে, বিল জমা দেয়ার এক-দু'দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান দুটি চেক পেয়ে পায়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, টেন্ডার নং এফডিসি/পিডিএলপি/২০০১-২০০২/১৫/১০০ তারিখ ১৯ মে, ২০০২-এর বিপরীতে খন্দকার ইন্টারন্যাশনাল গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০২-এ ১০ লাখ টাকার যন্ত্রাংশ এফডিসিতে সরবরাহ করেন। পরবর্তী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২-এ বিল করা হয়। পরদিন ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের অফিস সহকারী থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্যন্ত ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিল পরিশোধের জন্য মতামত প্রদান করে চেক ইস্যু হয়। অনুরূপভাবে টেন্ডার নং এফডিসি/পিডিএলপি/২০০১-০২/৪১/১০৮, তাং ৩০ জুন, ২০০২-এর বিপরীতে দিশারী মালামাল সরবরাহের পর ১৩-০৯-০২ তারিখে বিল পেশ করে। সেদিনই নথিটি প্রায় ১৫ জন কর্মকর্তার টেবিল ঘুরেছে। পরদিন আবার আরো ১১ জন কর্মকর্তার টেবিল ঘুরে ৬ লাখ ৯৭ হাজার ৮৫৫ টাকার চেক তৈরি হয়। এ ছাড়াও আরো মারাত্মক অভিযোগ এই যে, এ জাতীয় অনেক বিলের অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক এফডিসির পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ আব্দুস সামাদ বেয়ারার চেক করে দিয়েছেন। জানা যায়, এফডিসির কর্মকর্তাদের ভাগ আদায়ের সুবিধার্থে এফডিসির ক্যাশ থেকে চেক ভাঙানো হয়েছে। পূবালী ব্যাংক ফার্মগেট শাখার হিসাব থেকে গত বছর খন্দকার ইন্টারন্যাশনাল, দিশারী ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, শুভ ইলেকট্রনিকস, বেঙ্গল ট্রেডার্স, ডায়নামিক ও প্রত্যয়ী ট্রেডার্সের নামে যে সমস্ত চেক ইস্যু করা হয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করলে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যাবে। দিশারী ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের প্যাডে লেখা ঠিকানায় যোগাযোগ করে সেখানে এ নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের হদিস পাওয়া পায়নি। দিশারীর প্যাডে লেখা ঠিকানা ৩৬ পুরানা পল্টন (তৃতীয় তলা) আর খন্দকার ইন্টারন্যাশনালের প্যাডে লেখা ঠিকানা ১৮/২ নয়াপল্টন হলেও দুটি প্রতিষ্ঠানের ফোন নাম্বার একই উল্লেখ করা আছে। জানা যায়, ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে দিশারী নামক প্রতিষ্ঠানটি এফডিসি, ডিএফপি এবং বাংলাদেশ বেতারের বেশ কিছু কাজ পেয়েছে।

৩৫ মিলিমিটার পজেটিভ ফিল্ম প্রসেসিং প্লান্ট ক্রয়ের টেন্ডারে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েও খন্দকার ইন্টারন্যাশনাল এমডির আনুকূল্যে কাজ পেয়েছেন। এই টেন্ডারের একটি বিচ্যুতির কারণে সাবেক তথ্য সচিব মির্জা তাসাদ্দুস হোসেন বেগ বোর্ড সভায় ভিন্নমত পোষণ করায় রাজীব ক্রয় স্থগিত রাখেন

ম্যাগনেটিক মেশিনের পিসিব, সাউন্ড রেকর্ডিং হেড, ডেবরি প্রসেসিং মেশিনের যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্যও খন্দকার ও তার সহযোগীদের নিয়োজিত করা হয়েছে। রাজীব ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ার পর এসএম ট্রেডার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান সিভিল (দালানকোটা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার) কাজের জন্য এফডিসিতে তালিকাভুক্ত হয়। জাসাসের ঢাকা মহানগরের এক নেতার নামে কাগজে-কলমে এ প্রতিষ্ঠানটির মালিক হিসেবে পরিচয় দিলেও এর পেছনে স্বয়ং রাজীবের মালিকানা রয়েছে বলে সূত্র জানায়। রাজীবের শুরুর পর এফডিসিতে সব সিভিল কাজ হয়েছে সবই পেয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটি। এফডিসিতে সিভিল কাজের জন্য তালিকাভুক্ত অন্যান্য ঠিকাদার সবাই এ অভিযোগই করেন। রাজীব ও তার অপকর্মের দোসর পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশলী) মোঃ সোহরাব হোসেন এফডিসিতে ঘুরে ঘুরে কাজ তৈরি করেন। যেমন সম্প্রতি এসএম ট্রেডার্সের মাধ্যমে এমডির কক্ষে সিলিং সংস্কারে কাজ করানো রয়েছে। প্রায় চার লাখ টাকা ব্যয়ের কাজটি শেষ হয়ে গেলেও এ জন্য আজ পর্যন্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়নি। এ বিষয়ে আলাপ করতে গেলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এফডিসির একজন প্রবীণ নির্মাতা জানান, যে লোক টাকার মোহে নিজের বাসার পুরনো সোফা এফডিসিতে বিক্রি করতে পারে তাকে দিয়ে আর যাই হোক চলচ্চিত্রের উন্নয়ন হবে না। এ ব্যাপারে এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াসীমুল বারী রাজীবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও দেখা করা সম্ভব হয়নি। কারণ শারীরিক চিকিৎসার জন্য তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করছেন।

এফডিসিসহ ফিল্ম পাড়ার অনেকেই মনে করছেন, সরকার এফডিসির বর্তমান নাজুক অবস্থা না দেখে রাজীবকে আবার এক বছরের জন্য নিয়োগ দেয়াতে এফডিসির কোনো উন্নয়ন হবে না। তাই সরকারের উচিত হবে এ ব্যাপারে এখনই সিদ্ধান্ত নেয়া।